পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org

সার্কুলার- ৪/২০১৮ তারিখ : ১০-০২-২০১৮

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

সমিতির গত সার্কুলারে পেশাগত কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের ওয়াকিবহাল করেছি। আরও একটি জরুরী বিষয়ে আপনাদের অবগত করা ও এনিয়ে মত বিনিময় করা অধ্যাপক সমিতি জরুরী মনে করে। তাই এই সার্কুলার দিতে হচ্ছে।

আপনারা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে ঠিক কোন মাত্রায় অরাজক ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বারংবার বলা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বজায় না রাখার কারণে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে সে বিষয়ে আমরা বারংবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং সরকারকেও সতর্ক করেছি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে সরকারের পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী -- যখন খুশী যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে ফতোয়া জারি করছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা আমাদের আশ্চর্য করেছে। বিশেষ করে যিনি শুরুতেই এইসব বিপন্ন ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে এতটুক দ্বিধা বোধ করেন নি। যে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্রছাত্রীদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরী ছিল, তা এইভাবে সরকারী ফতোয়ায় মেটানোর যে নজির তৈরী হচ্ছে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে আমরা মনে করি।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন, একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা ব্যতিরেকে UGC -র দোহাই দিয়ে CBCS পদ্ধতি চালু করে দিয়েছেন। রাজ্যের অধিকাংশ কলেজে CBCS পদ্ধতি চালু করার উপযুক্ত পরিকাঠামো যে নেই তা রাজ্য সরকারের থেকে ভালো কেউ জানে না। না আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক -শিক্ষাকর্মী পদ, না আছে ক্লাস রুম, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি। তাছাড়া রাজ্য সরকার এ বিষয়ে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে যে কমিটি বানিয়ে ছিল তার সুপারিশও বিন্দুমাত্র মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। এই কমিটির সদস্য হিসেবে ছিলেন বহু বিদ্বজ্জন যাঁরা CBCS পদ্ধতিকে নীতিগত স্বাগত জানিয়েও একথা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকাঠামোর পর্যাপ্ত উন্নতি না ঘটিয়ে CBCS পদ্ধতি চালু করা বস্তুত অসম্ভব। শুধুমাত্র যাদবপুর বা এধরণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যেখানে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু আছে সেখানে বর্তমান এই চালু সেমিস্টার পদ্ধতির পরিপূর্ণ মূল্যায়ন স্বাপেক্ষে CBCS পদ্ধতি চালু করা যায়।

এসব কোনো কিছুই বিবেচনা না করে সেমিস্টার ও CBCS পদ্ধতি জোর করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চালু করার কারণে শিক্ষকদের বস্তুত নানাবিধ মানসিক অত্যাচারের মুখে পড়তে হচ্ছে। এক একটি কলেজে কিছু বিষয়ে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী একটি সেকশনে ভর্তি হয়, যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা স্থায়ী ও আংশিক মিলিয়ে দুই বা তিনের বেশী নয়। এই অবস্থায় সেমিস্টার ব্যবস্থায় পরীক্ষা চালু হওয়ায় শিক্ষার সামগ্রিক মানের অবনমন কি মাত্রায় ঘটছে তা অনুমান করা যায়। আমরা এমনও শুনেছি একাধিক কলেজে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় অপর্যাপ্ত শিক্ষক থাকায় এক বিষয়ের পরীক্ষার খাতা অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে দেখানো হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থার আর কত অনাচার ও অধঃপতন আমাদের দেখতে হবে জানি না। তবে অধ্যাপক সমিতির কর্মসমিতি এবিষয়ে সর্বসম্মত ভাবে তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :

১) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির ইউনিটগুলি মিলিত ভাবে এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও সামগ্রিক ভাবে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির পর্যালোচনার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডেপুটেশন দেবে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে স্বাধিকার রক্ষা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রশাসন নিশ্চিত করার দাবিটি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা নেতৃত্বকে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ডেপুটেশনের বয়ান আমরা সমিতির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ভাবে করবার চেষ্টা করছি তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু বিষয় থাকলে অবশ্যই তার উল্লেখ করতে হবে।
২) আগামী মার্চ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা, পঠনপাঠন, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি নিয়ে আমরা কলকাতায় কেন্দ্রীয় ভাবে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবো। এই সভায় আমরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নেতৃবৃন্দকেও মত বিনিময়ের জন্য আহ্বান জানাবো। বিস্তারিত কর্মসূচি ও তার পোষ্টার অতি দ্রুত আমরা আপনাদের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করছি।
৩) সারা দেশ ও রাজ্য জুড়ে শিক্ষায় সামগ্রিক আক্রমণ যে মাত্রায় এবং যে আঙ্গিকে নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে ‘শিক্ষা বাঁচাও দেশ বাঁচাও’ কর্মসূচিকে সামনে রেখে আন্দোলন পরিচালনার তাগিদে কর্মসমিতি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবে। শিক্ষায় বেসরকারীকরণ বানিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে ও এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকার রক্ষায় গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে আমাদের যে বক্তব্য তা এই পুস্তিকায় আমরা সূত্রাকারে যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করবো।

শিক্ষা আইন নিয়ে সমিতির আইনী লড়াই চলছে। ইতিমধ্যে আবেদনকারী হিসেবে যারা ছিলেন তাদের সংখ্যা আরো বেড়েছে। আইনজীবীর পরামর্শে সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে কর্মসমিতির অনেকেই এবং বেশ কিছু জেলা নেতৃত্ব নতুন করে এই মামলায় আবেদনকারী হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন। আশা করা যায় আগামীদিনে এই লড়াই আরো শক্তিশালী হবে। আপনারা যারা এখনও সংগ্রাম তহবিলের বিল বই নিয়ে তা সমিতির দপ্তরে জমা দেননি, তাদের কাছে অনুরোধ দ্রুত সংগৃহীত অর্থ সহ এই বিল বই সমিতির দপ্তরে জমা দিন।
এই সার্কুলার চূড়ান্ত করবার সময় আমাদের হাতে **UGC** রেগুলেশন এসে পৌঁছল। আমরা চটচলদি আপনাদের জ্ঞাতার্থে তা ওয়েবসাইটে দিয়েছি। আপনারা এই রেগুলেশনের উপর আপনাদের মতামত আগামী ২০ তারিখের মধ্যে লিখিত ভাবে সমিতির **E-mail** -এ পাঠিয়ে দিন। আগামী ২৪ তারিখ কর্মসমিতির সভায় আমরা আগামী আন্দোলন কর্মসূচি ও এই রেগুলেশন বিষয় আমাদের মতামত চূড়ান্ত করবো।

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ
(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক